কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধিত ফি স্থগিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যাখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, রাজশাহী ▶ আন্দোলনের মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বর্ধিত ফি স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি, কেবল স্থগিত নয়, বর্ধিত ফি পুরোপুরি এবং সান্ধ্য কোর্স বাতিল করতে হবে। অন্যদিকে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন সামাজিক বিজ্ঞান

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১ ছবি ▶ পৃষ্ঠা ২

বর্ধিত ফি স্থগিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যাখ্যান

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষদের শিক্ষকরা। পৃথকভাবে ব্যবসা শিক্ষা অনুষদের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা সান্ধ্য কোর্স কোনোভাবেই বাতিল করা হবে না।

গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বর্ধিত ফি স্থগিতের ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েক দিন ধরে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করছে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোনোভাবেই নস্যাৎ হতে দিতে চাই না। এ কারণে আমরা সব ধরনের বর্ধিত ফি বাস্তবায়ন স্থগিত করছি। পাশাপাশি সব শিক্ষার্থীকে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

সান্ধ্য কোর্স সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য কোর্স চালুর সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ একাডেমিক। রাজশাহীসহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে সান্ধ্য কোর্স চালু রয়েছে। সান্ধ্য কোর্স বন্ধ করা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু একাডেমিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বর্ধিত ফি স্থগিতের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ প্রসঙ্গে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সোহরাব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্ধিত ফি বাতিল না করে স্থগিত করেছে। ফলে কিছুদিন পর এই ফি যে তারা আবার চালু করবে না—এ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে সান্ধ্য কোর্স বন্ধের দাবি নিয়ে প্রশাসন অনড় রয়েছে। আমরা সান্ধ্য কোর্সও স্থায়ীভাবে বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।'

আন্দোলনকারীরা জানান, দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ রবিবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে ক্যাম্পাসের 'শাবাশ বাংলাদেশ' মাঠে সমাবেশ করা হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। আগামী বুধবার একাডেমিক ধর্মঘটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের কার্যক্রমে 'সর্বাত্মক ধর্মঘট' পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

তাঁদের ধর্মঘটের কারণে গতকাল শনিবারও কোনো বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। আন্দোলনকারীরা গতকাল সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনগুলোতে তালা লাগিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাবাশ বাংলাদেশ মাঠে সমবেত হয়।

সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকদের কর্মসূচি : অন্যদিকে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকরা। গতকাল দুপুরে অনুষদের ডিন অধ্যাপক আনসার উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্ধিত ফি ও সান্ধ্য কোর্স বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে যখন-তখন অশোভন আচরণ করছেন। তাই নিরুপায় হয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সংবাদ সম্মেলন : সান্ধ্য কোর্স নিয়ে চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান জানাতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন কমপ্লেক্সে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অনুষদের ডিন অধ্যাপক আমজাদ হোসেন বলেন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে চালুকৃত সান্ধ্য কোর্স সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের চাকরি বাজারে যোগ্য করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। এ কোর্স অনুষদের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না। পাশাপাশি এ কোর্সের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের একটা বড় অংশ বিভাগগুলো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। তাই এ কোর্স বন্ধের কোনো প্রশ্নই আসে না। সংবাদ সম্মেলনে অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।